রাজশ্রী প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ -এর নিবেদন

ভাগ্য

নির্মাতা	নির্দেশক	সঙ্গীত	গীত ও সংলাপ
তারাচাঁদ বরজাতিয়া	এ সালাম	লক্ষীকান্ত প্যারেলাল	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

রাজশ্রী রিলীজ

সারাংশ

যখন ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়, মানুষের অদৃষ্টেরও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। এই রকমই একজন মানুষ গোপাল যার অদৃষ্টও আশ্চর্য্যভাবে বদলে গিয়েছিল। গোয়ার সামান্য আয়ের একজন সঙ্গীত-শিক্ষক গোপাল গাঁয়ের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গান শিখিয়ে জীবন চালায়।

অর্থ সচ্ছলতা না থাকলেও গোপাল, তার স্ত্রী সাধনা ও পুত্র কন্যাগুলিকে নিয়ে সুখেই ছিল। গোপালের দয়ামায়া ভরা কোমল হৃদয় এবং মানুষ হিসেবে তার প্রতি একটা অবিচলিত শ্রদ্ধা সাধনাকে আকৃষ্ট করেছিল। আর সেই কারণেই বিরাট ধনী খনির মালিক বিজয় বাবুর বিবাহ প্রস্তাব অনায়াসেই অগ্রাহ্য ক'রে গোপালকেই স্বামী হিসেবে বরণ করেছিল সাধনা।

একদিন ভাগ্য-অন্বেষণে জাহাজে চাকরী নিয়ে প্রবাসী হোল গোপাল। …খবর এলো জাহাজটা ডুবে গেছে এবং গোপাল নিখোঁজ। সাধনার জীবনে ঘনিয়ে এলো দুর্ব্বিসহ দারিদ্রের অমাবস্যা। অভুক্ত ছেলেমেয়ের জীবন প্রদীপ আর যেন স্নেহ মায়া-মমতার আঁচল দিয়ে ঢাকতে পারছে না সাধনা। শেষপর্য্যন্ত দুঃখ কষ্টের কশাঘাতে বাধ্য হ'য়ে বিজয় বাবুকেই জীবনে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করল সাধনা।

তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেল। আফ্রিকার এক তটভূমিতে উদ্‌ভ্রান্ত স্মৃতিভ্রষ্ট গোপালের আমরা খোঁজ পেলাম। মুখে দাড়ি, ছিন্ন জীর্ণ জামাকাপড়, শূণ্য দৃষ্টি। একদিন তার কানে এলো তারই রচিত একটি গানের কলি, চমকে উঠল গোপাল। … স্মৃতি ফিরে এলো, মনে পড়ে গেল গোপালের হারানো অতীতটাকে, ফিরে এলো সে গোয়াতে।

সেখানে আঘাতের পর আঘাত তার জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখতে পেল তার সেই সুন্দর সংসারটা ভেঙ্গে গেছে, শুনতে পেল তার গৃহলক্ষ্মী এখন বিজয় বাবুর স্ত্রী। ছেলেমেয়েরা আজ অনেক বড় হয়ে গেছে, তাদের জীবনে এসেছে অকৃপণ প্রাচুর্য্য। ভগ্ন হৃদয়ে গোপাল তাদের সুখের জীবনকে বিপর্য্যস্ত না করে চাইল সব কিছু থেকে স'রে যেতে।

কিন্তু ভাগ্যের চাকা আরো একবার ঘুরে গেল। গোপালের সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান যুবতী গীতাকেই একদিন গোপাল একজন দুর্বৃত্ত অসাধু আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করল, তারপর ঘটনা থেকে ঘটনা-বৈচিত্র্য এবং কিছুদিনের মধ্যেই সাধনা জানতে পারল তার কনিষ্ঠ কন্যার অপরিচিত বন্ধুটি তার হারানো স্বামী গোপাল ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রায় একই সঙ্গে ক্ষিপ্ত বিজয়বাবুর কাছেও এ সত্য গোপন রইল না। গোপালকে এ পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে গড়ে ওঠে গভীর ষড়যন্ত্র, কিন্তু মানুষের গড়া এই সমাজে মানুষই কি পারে তার ভাগ্যকে উপেক্ষা করতে??

গান ১

শ্যামল মিত্র ঃ আরতী মুখার্জী

অপরূপ ফাল্গুন রাত্রি
কতফুল ফুটিয়ে হাসে,
বল ঘুম কি আসে।
অপরূপ মিলন তৃষা
আজ জাগে রং পলাশে॥
স্বপ্ন কর রচনা,
মালাতে আজ বাঁধোনা,
ধূপ যে পেল সমর্পন
সেই ত' সুখ সাধনা।
চুপি চুপি ফেরে দখিনা
বুঝি ঢালে সুর সুধা সে।
কতবার ওগো ভেবেছি
এই মিল পাক্ দুঁহু,
করবীর নেশা তুমি মোর
'সুর' দিল প্রাণ কুহু,
দেখি নয়নে যে খুসী আজ
তারে জ্বালে দীপ নীলাকাশে।
মমতায় যে স্নিগ্ধ জানি।
স্বরগের প্রেম মানি,
এ গান এ প্রাণ দোলায়।
সরমে আঁখি খোলায়,
আজ পাই যে প্রিয়ারে
অপরূপ রূপ পিয়াসে।

গান ২

প্রতিমা ব্যানার্জী, আরতী মুখার্জী
ও কোরস॥

সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে,
চড়কের মেলায় গিয়ে।
হাতী কিনো চার আনা,
চুড়ি আলতা— না চাই না,
বাবা লক্ষ্মী আয় না।
তুমি পরদেশে দেখি স্বপনে,
বয় আঁখি জল শুধু গোপনে।
রাত ফুরাতে চায় না রে,
হাঁস পায়রা খায় না রে।
ঝিল মিল রাত কী আলো রে,
এই ব্যাথা কী ভালো রে।
সব যে ভুলি গান থামছে,
শ্রাবণী দু চোখে নামছে।
তুমি কোথায় নেই তা জানা,
বাবা লক্ষ্মী আয় না।
মা বল কথা কাছে আসি,
ঘুম তো নেই, নেই হাসি।
নেই খেলনা উট ঘোড়া,
দেয় না হরির লুট ওরা।
দীপ কেমনে জ্বালি হায়,
এসে গেল দীপালী হায়।
হায় মা এ ব্যাথা নাই আর থাক,
তুমি ফিরে এস ভাবনা যাক।
আর তুমি ফিরে যেওনা,
বাবা লক্ষ্মী আয় না।
সুর যে থামল গান নাই রে,
হাসির রঙে আর প্রাণ নাই রে।
স্মৃতি নিয়ে কি যে করি,
সুরভি দেয় মন ভরি।
তুমি কৈ শুধায় আঁখি,
দীপ জেলে অঙ্গনে রাখি।
এই জীবন হোক স্বপন গো,
এক তুমি আপন গো।
আহা শেষ হোক বেদনা,
বাবা লক্ষ্মী আয় না।

গান ৩

শ্যামল মিত্র

কি আছে হায় ভাগ্যেতে কার
জানতে কে আর পায়,
নিয়তি এ কপালটাতে
কে জানে কি লিখে যায়॥
ঝড়ের হাওয়া সুখের প্রদীপ
নিভিয়ে দিতে চায়।
নিয়তি এ কপালটাতে
কে জানে কি লিখে যায়॥
কেমন করে হায় ডাকলেতো

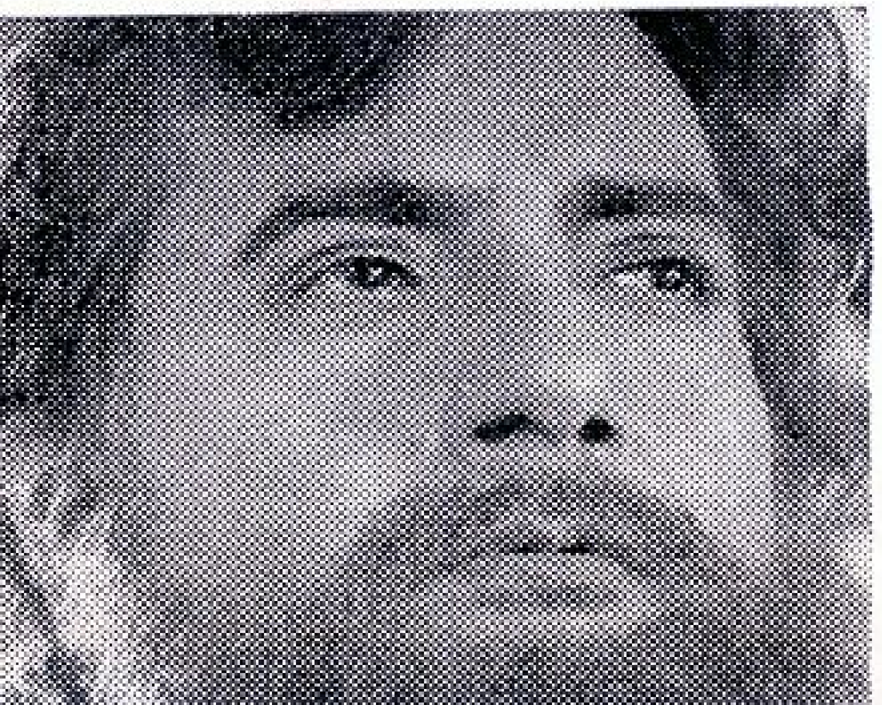

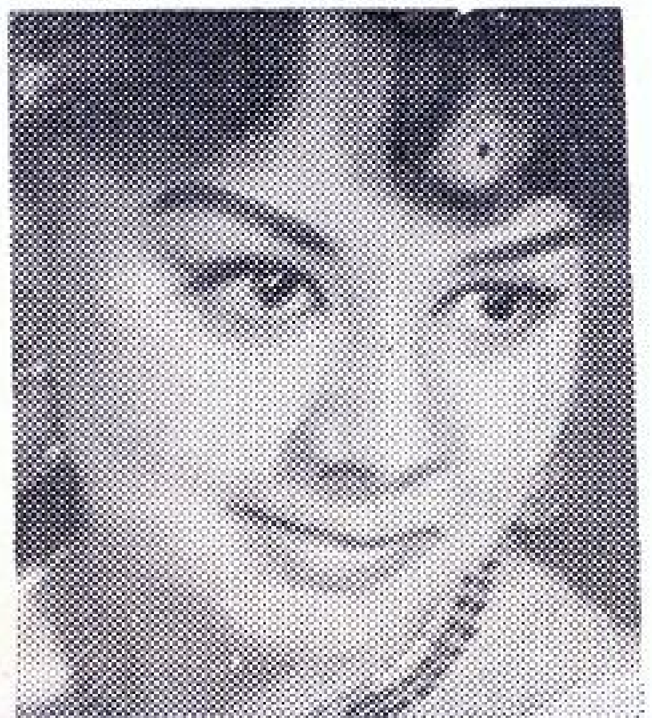

গলে যে তার প্রাণ রে,
পাষাণ নয় ভগবান রে
বিধিলিপি   মানরে,
চোখের জল যার হাসে
মরুতে সে ফুল ফোটায়।
নিয়তি এ কপালটাতে
কে জানে কি লিখে যায় ॥
দুঃখ সুখেরই সংসারে
কিছু কি রবে না !
রাত্রি এলে কেউ ভাবে
সকাল কি আর হবে না ?
— হায়রে।
একই আকাশে এক ভগবান
আশার আলো ছড়ায় ॥

গান ৪

আরতী মুখার্জী ও কোরস

আয় রে বেরিয়ে ও সব বাইরে,
আনন্দের পরশন পাই রে।
একই সঙ্গে এই প্রাণ আজ মিলিয়ে,
হৃদয়টাকে দেব না হয় বিলিয়ে।
তোর যদি বেশী থাকে কিছুটা খুশি দিয়ে দে,
যে পেয়েছে বেদনা আপন বলে নিয়ে নে।
স্বপনের খেয়াটি আয় সব বাইরে,
আনন্দের পরশন পাই রে।
আয়রে বেরিয়ে ও সব্বাইরে,
আনন্দের পরশন পাই রে।
পিয়াসী না রহে কেহ।
দুঃখী না রহে কেহ,
একা না হাসে কেহ।
ব্যাথা না বহে কেহ।
দুঃখ সুখ লুটে নে সব্বাইরে,
আনন্দের পরশন পাই রে।
আয়রে বেরিয়ে ও সব্বাইরে,
আনন্দের পরশন পাই রে।

গান ৫

ঘটকের গান ঃ   তরুণ বন্দোপাধ্যায়

বিয়ে ক'রে ফেল,
ও আছে পাত্র মনমত,
চাপছে হাতী ঘর ভালো—
লাটের নাতি বর ভালো।
রোগা নয় সে বাপ কি ফরসা,
গ্যারান্টি দিই বলো।
চাই দর ভালো।
মাইনা পায় সে হিঁচকে ছোঁড়া,
মার খেয়ে বৃথা হ'ল খোঁড়া।
বাঁ কানে বাঃ ভায়া দিচ্ছে তুলা,
রাম্ ভেড়া রাঙ্গা মূলো।
হুকুম আন হুক্কা নাম তার মাক্কা—
ঘুসি কিল চড় ভালো।
বিয়ে ক'রে ফেল।
যায় ও বোম্বে যাও পুনা,
সাসইয়ালা ইমন শুনা।
বৌটা সুন্দরী কে না চায়,
দিলদারি মূর্খ ঘা খায়—
চলরে কানাই আন সানাই,
বক ধার্মিক বর ভালো।
রাধে গরবী কাঁধে চড়ছে,
আজকাল সে ছারখার করছে।
কি করিগো দিদি চায়ে নুন দেনা,
লিখি পড়ি পানে চুন দেনা।
মন যে ভাই কুয়াসা, কত যে নিরাশা
সামলে প্রাণ মর ভালো।
করি আমি খালি ঘটকালি '

গান ৬   শ্যামল মিত্র

মিছে পথ চাওয়া চোখেরই জলে,
স্মৃতি আনে হাওয়া কাঁদারও ছলে।
মোর এই প্রেম নেভানো বেলোয়ারি ঝাড়,
যত জ্বালি ভাগ্য নেভায় বারে বার।
স্মৃতি নয় এ যে পাষাণেরই ভার,
আঘাত কেন পাওয়া হৃদয় বলে।
মিছে পথ চাওয়া চোখেরই জলে।
মরিচীকা কাঁদায় ভাঙ্গে যে স্বপন,
এ তীর বেঁধা বুকে কাঁদি সারাক্ষণ।
একি মোর ভাগ্য থেমে যায় চরণ
দিশা মুছে— যাওয়া আঁধারও তলে,
মিছে পথ চাওয়া চোখেরই জলে।

SYNOPSIS

When the wheel of Fate turns, Man's Destiny under-goes startling changes. One such man whose Destiny under-went the most astonishing changes was Gopal (Bharat Bhooshan) a poor music-teacher of Goa, who earned his livelihood by teaching music to the children of his village.

Though they were poor Gopal and his wife Sharda (Shalini) and their three lovely children Mala, Sushil and Geeta, faced life with integrity.

Sharda's divine love, however always helped him forget his worries, sufferings and their constant poverty. Sharda had married Gopal for love, for his kind heart and his other fine human qualities, having rejected an offer of marriage from the mines magnate Vijay Babu (Kamal Kapoor).

One day Gopal leaves home to better his prospects by taking employment on board a ship. But, soon after his departure, news comes that the ship has been wrecked, and that he is reported missing.

Sharda tries her best to stem the onrushing tide of poverty but cannot, and soon her children are on the verge of starvation. Trapped in her own storms of agony and tortures, Sharda finally takes a brave decision-and accepts Vijay Babu's offer to marry him.

Several years pass, and we find on the shores of Africa a bearded Gopal bereft of memory, always playing with children. But one day he hears a familiar melody. a composition of his own, sung by one of his former pupils. Memory flashed back to him, and he returns to his native place in Goa.

Here, shock upon shock await him. He finds his home broken down and deserted. Then he learns of his wife's remarriage to Vijay Babu and finds his children grownup, rich and happy. Utterly broken-hearted, Gopal decides not to re-enter their lives but to eke out his quiet and lonely existence all alone.

But the wheel of Fate turned once again. Gopal's youngest and favourite child Geeta (Farida Jalal) now grown into a comely teenager, soon befriends him, not knowing that he is her own father ! One day, the old man saves Geeta from a ruffian. One thing leads to another, and soon, Sharda, learns that the strange friend of her youngest daughter is none other than her own husband !

Almost simultaneously, Vijay Babu learns the truth too. Instantly he decides to get rid of poor Gopal and orders him, now a workman in his mines, into the most dangerous pit...... What happens then ?

See "TAQDEER" to its exciting and emotional finale.

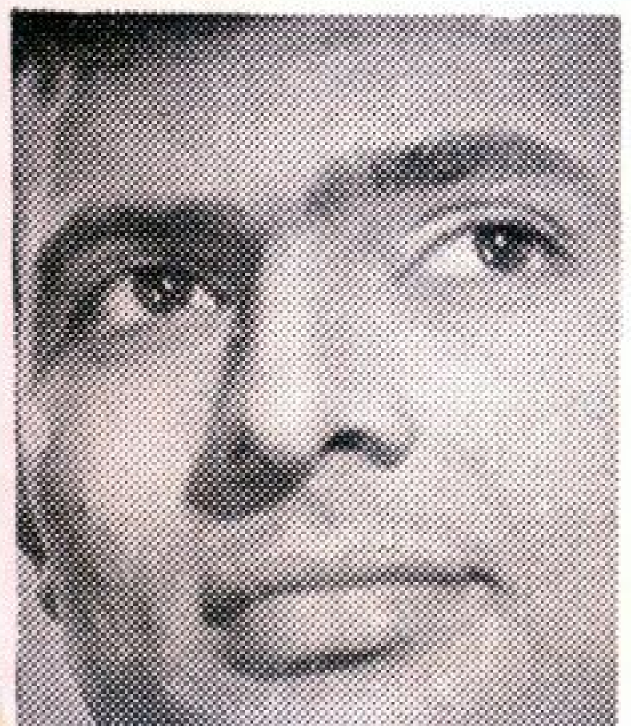
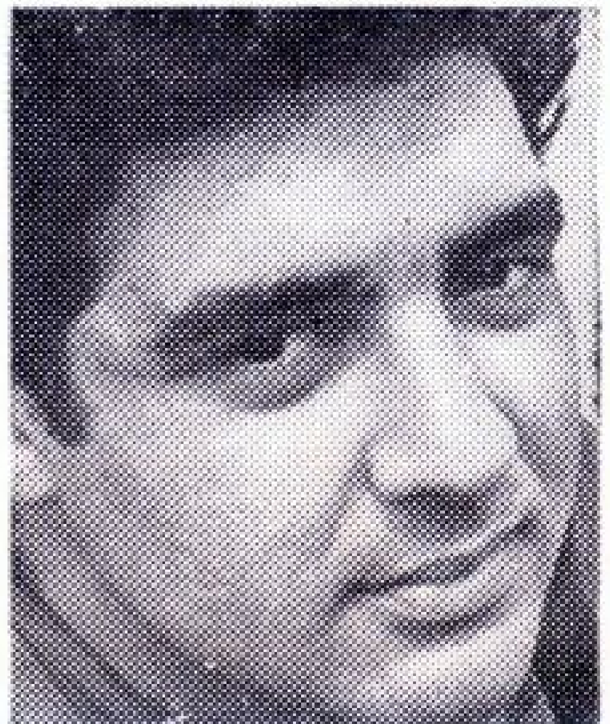

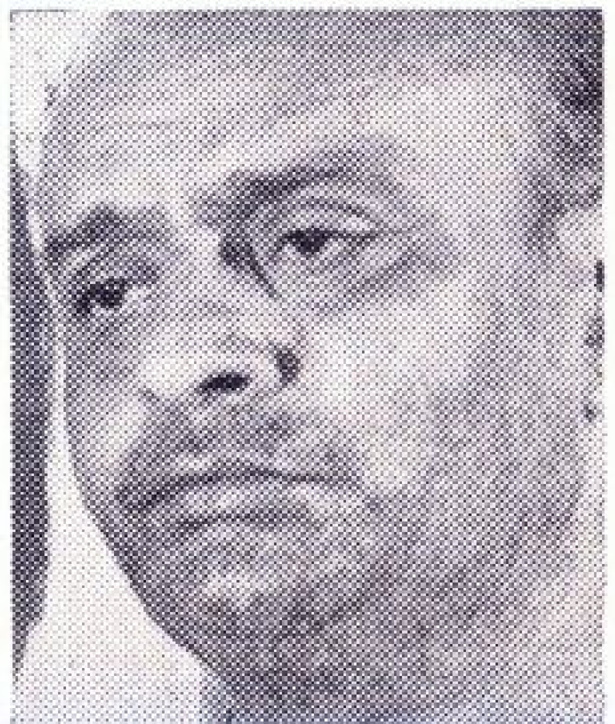

রূপারোপে ঃ—

ভারত ভূষণ ◦ শালিনী ◦ কমল কাপুর

ফরিদা জালাল ◦ কাজল ◦ সুশীল ◦ জালাল আগা ◦ অজয় ◦ চম্পক লালা ◦ দীনেশ ও দিলীপ দত্ত

সহ-ভূমিকায় ঃ—

ঊষা ◦ নমিতা গুহ ◦ মাষ্টার শহীদ ◦ বেবি ইয়াসমিন ◦ বেবি রেণু ◦ জিনিয়াস ◦ প্রকাশ ◦ দীপক বিশী কাপুর ◦ কৈলাশ পতি ◦ সুন্দর ◦ নরবদ শঙ্কর ◦ সেলিম ◦ আমির আলি ◦ কাশিম এবং ললিতা কুমারী ◦ টুনটুন ও ইন্দিরা বনশাল

প্রযোজনা
তারাচাঁদ বরজাতিয়া

রচনা ও পরিচালনা
এ সালাম

সঙ্গীত
লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল

গীত ও সংলাপ
গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

চিত্রগ্রহণ
নরিম্যান এ ইরানী

শিল্প নির্দেশনা
এইচ ভি মহারুদ্র

সম্পাদনা
মুকতার আহমেদ

শব্দ যোজনা
দীনশা বিলিমোরিয়া

সহযোগী প্রযোজক
কমল কুমার বরজাতিয়া
রাজ কুমার বরজাতিয়া

প্রোডাকশন কণ্ট্রোলার
নন্দ কিশোর কাপুর

প্রচার সচিব
জে সিং

প্রোডাকশন ম্যানেজার
কে, পি, সিং

সঙ্গীত গ্রাহক
মীনু কাতরাক

সহযোগী
ডি ও ভাঁসালি

শব্দ পুনর্যোজনা
মঙ্গেশ দেশাই

রেকর্ড
এইচ এম ভি

কণ্ঠশিল্পী
শ্যামল মিত্র, আরতি মুখার্জী, প্রতিমা ব্যানার্জী
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পোষাক-পরিচ্ছদ
খন্দকার ◦ সখারাম ◦ নূর

সাজ-সজ্জা
আশুবাবু ◦ বাবুগণপৎ ◦ রাজু ভাটিয়া ◦ সদানন্দ

কেশ-সজ্জা
কৃষ্ণা বাঙ্গী

স্থির চিত্র
কলা ষ্টুডিও ◦ লুনার ফোটোগ্রাফারস

প্রচার পরিসজ্জা
সি, মোহন

প্রধান পরিচয়লিপি
আনসারি

স্পেশাল এফেক্ট
এফেক্ট সারভিসেস

সহযোগীবৃন্দ

পরিচালনায়
বিজয় সুরি ◦ রমেশ ◦ প্রাণ ◦ খলিদ ◦ শাস্ত্রী

চিত্র গ্রহণে
আনওয়ার সিরাজ ◦ যো
ডি-সুজা ◦ বলদেব ◦ আকবর

সম্পাদনায়
প্রকাশ দেব

শিল্প নির্দেশনায়
জে, পি, সিনহা ◦ ডি শ্রীবাস্তব

শব্দ গ্রহণে
সি এস নারায়ণ রাও ◦ ডি এল সোলাঙ্কি

সুরারোপে
গোরক্ষ ◦ শশীকান্ত

প্রযোজনায়
রাম জনক সিং

অফিস পরিচালনা
সুন্দর ◦ রাজ খাণ্ডেলওয়াল
এস আর ভি সিং ◦ অজিত

যুদ্ধের দৃশ্যযোজনা
মাষ্টার সত্তার

পরিচ্ছদ সংগঠন
নোবল টেলর্স ◦ এম এস রাও ◦ বেদি টেলর্স

প্রোডাকসন বয়
রাজু ◦ ফ্রান্সিস ◦ অমর ◦ রমেশ ◦ শঙ্কর

পরিবহন
আহমেতুল্লা ◦ নিসার ◦ ইশাক ◦ বিহারী ◦ প্রহ্লাদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মেসার্স শাহ কনষ্ট্রাকশন কোং লিঃ বম্বে-১
মেসার্স অশোক ষ্টোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ, আম্বলিহিল্‌স, বম্বে-৫৮
মেসার্স শ্রী বিনোদ সারভিসেস, এন এস রোড নং ৫, বম্বে-৫৬
মেসার্স আইবানি ষ্টোন সাপ্লাইং কোং, বম্বে-৫৬